আজব দুনিয়া

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শুক্রবার
১৩ অক্টোবর ২০১৭

মাটির নীচে বিলাসবহুল বাড়ি, সুইমিং পুল, আকাশ-সূর্য-তারা

আমেরিকার লাস ভেগাসে মাটির ২৬ ফুট গভীরে রয়েছে এমন এক বিলাসবহুল বাড়ি, যার উপরে কৃত্রিম আকাশে ওঠে রোদ। রাতে আলো ঝরায় চাঁদ-তারাও!

লোকচক্ষুর অন্তরালে এই বিলাসবহুল বাড়িটি ১৭ লক্ষ মার্কিন ডলারে নির্মিত হয়েছে। ১৫ হাজার বর্গফুট জায়গা জুড়ে তৈরি হয়েছে এই আবাসন। অভিনব এই বাড়িটির মধ্যে সম্পূর্ণ প্রকৃতিকে এনেছেন নির্মাতা জেরি হিন্ডারসন।

১৯৭৮ সালে আমেরিকায় ঠান্ডাযুদ্ধের সময় এই বাড়ি বানানো হয়েছিল বলেই জানা গিয়েছে। মাটির ২৬ ফুট গভীরে নির্মিত এই বাড়ির বাংকারটিতে প্রাকৃতিক অনুভূতির জন্য আছে কৃত্রিম আকাশ, তারা।

এছাড়াও বাংকারটির সিলিংয়ে স্থাপিত লাইটগুলি দিনের আলো, সূর্যাস্ত, গোধূলি ও অন্ধকারের মতো পরিবেশ তৈরি করতে পারে। তবে শুধু চাঁদ-তারা-আকাশ নয়, দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্য আছে একটি সুইমিং পুল, দু'টি বাথটব ও একটি স্টিমবাথ। এককথায় বলা যায় পাতালে স্বর্গের আয়োজন!

জাপানিদের বিশ্বাস, নগ্ন হয়ে কুস্তি লড়লে ভাগ্য ফেরে!

একে শুধু সাধারণ কুস্তি বললে ভুল হবে। নয় হাজারেরও বেশি জাপানি পুরুষ ও শিশু প্রায় নগ্ন হয়ে কুস্তিতে অংশগ্রহণ করেন। পরনে থাকে শুধু অন্তর্বাস।

নগ্ন হয়ে কুস্তি লড়লে নাকি ভাগ্য ফেরে! এমন বিচিত্র কথা এর আগে শুনেছেন? কিন্তু এটা কল্পকাহিনি নয়। জাপানে সত্যিকার অর্থেই এই কুস্তির চল আছে। এর নাম হাদাকা মাতসুমি।

তবে একে শুধু সাধারণ কুস্তি বললে ভুল হবে। নয় হাজারেরও বেশি জাপানি পুরুষ ও শিশু প্রায় নগ্ন হয়ে কুস্তিতে অংশগ্রহণ করেন। পরনে থাকে শুধু অন্তর্বাস। ওকায়ামা শহরের সাইদাজি মন্দিরে কয়েকশো বছর ধরে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এই কুস্তি প্রতিযোগিতা।

প্রতিযোগীদের বিশ্বাস, এখানে লড়লে আগামী একবছর তাঁদের ভাগ্য প্রসন্ন থাকবে। কুস্তির আগে ঠান্ডা জল ও দুধে স্নান করানো হয় প্রতিযোগীদের।

মজার কথা হল, এখানে কোনও প্রতিযোগীরই কোনও নির্দিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী থাকেন না। একজনের সঙ্গে কুস্তি লড়তে লড়তেই আর একজনের সঙ্গে লড়াই শুরু করতে পারেন। নগ্ন কুস্তিগীরদের মধ্যে যিনি বিজয়ী হন, তাঁকে মন্দির প্রাঙ্গণে স্বয়ং প্রধান পুরোহিত এসে পুরস্কৃত করেন।

১,৬০০ ফুট সুড়ঙ্গ খুঁড়ে অর্থ চুরির চেষ্টা

বিশ্বের সবচেয়ে বড় ব্যাংক ডাকাতি রুখে দিল ব্রাজিলের পুলিশ

ব্রাজিলের দক্ষিণ সাও পাওলোতে ১,৬০০ ফুট সুড়ঙ্গ খুঁড়ে অর্থ চুরির চেষ্টা করেছিল একদল ডাকাত। জানা গিয়েছে, ডাকাতরা সফল হলে এটাই নাকি বিশ্বের সবচেয়ে বড় ডাকাতি হতে পারত!

কংক্রিটের কেরামতি দেখিয়ে ব্রাজিলের সাও পাওলোর এই ডাকাতরা বিশাল সুড়ঙ্গ বানিয়ে ব্যাঙ্ক ডাকাতির পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু তীরে এসে ডুবল তরি। ডাকাতি করতে পারল না তারা। বরং ধরা পড়ে গেল।

মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ওই চোরদের ধরে পুলিশ যত না উচ্ছ্বসিত, তার থেকে বেশি অবাক হয়েছে তাদের কর্মযজ্ঞ দেখে। কারণ, এই মেগা ডাকাতি সফল হলে ব্যাঙ্ক থেকে প্রায় ২৪ কোটি ইউরো হাতাতে পারত ওই ডাকাত দল। কিন্তু শেষ অবধি বিধি বাম।

দক্ষিণ সাও পাওলো ব্রাজিলের অর্থনৈতিক রাজধানী হিসাবে পরিচিত। সেখানেই রয়েছে দেশের সব বড় বড় ব্যাঙ্কের প্রধান অফিস। ব্রাজিলের সবচেয়ে বড় ব্যাংক বস্কো দ্য ব্রাজিল (ব্যাংক অব ব্রাজিল)-এর অফিসও সেখানেই। আর সেই ব্যাংকের ভাণ্ডার লুট করার পরিকল্পনা করে ১৬ জনের একটি ডাকাত গ্যাং।

একটি ভাড়া বাড়ি থেকে সুড়ঙ্গ তৈরির কাজ শুরু করে ডাকাতেরা। ব্যাংক পর্যন্ত ১,৬৪০ ফুট লম্বা সুড়ঙ্গ তৈরিও করে ফেলে তাঁরা। কাঁচা হাতের কাজ ভাবলে ভুল হবে! কারণ, লোহার রড, কাঠ দিয়ে বেশ পোক্তভাবেই তৈরি হয়েছে পাতালপথ। শুধু যে পোক্ত নির্মাণ, তাই নয়, এই গুপ্ত পথে রয়েছে পাখার হাওয়ারও সুবন্দোবস্ত। সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, সুড়ঙ্গের ভিতর পূর্ণবয়স্ক একটি মানুষ অনায়াসে দাঁড়াতে পারবেন। সাও পাওলোর পুলিস তদন্ত করে জানতে পেরেছে, এই সুড়ঙ্গ তৈরি করতে খরচ হয়েছে প্রায় সাড়ে ৯ লক্ষ ইউরো। গ্যাংয়ের প্রত্যেক সদস্য প্রায় ৪৮ হাজার ইউরো বিনিয়োগ করেছে। তাদের ১৬ জনকেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাঁরা জানিয়েছেন, ধরা না পড়লে এটাই বিশ্বের সবচেয়ে বড় ডাকাতি হতে পারত!

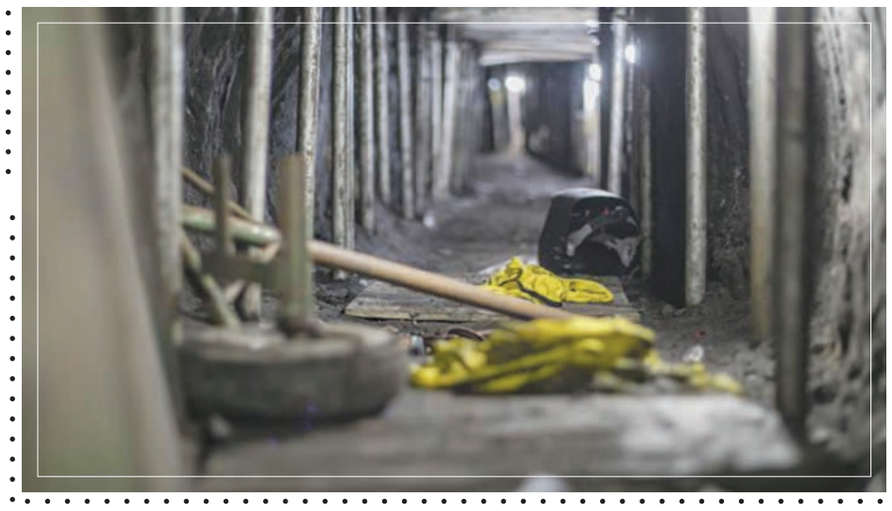

স্কটল্যান্ডে ৪২ বছর পর কবর খুঁড়ে হতবাক মা, কফিনে নেই তাঁর শিশু!

৪২ বছর পর কবর খুঁড়ে দেখা গেল সমাধিস্থই হয়নি শিশু! হ্যাঁ এই অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে স্কটল্যান্ডে। এই ৪২ বছরে এমন একটা সপ্তাহও কাটেনি, যে-সপ্তাহে লিডিয়া রিড তাঁর সন্তানের কবরের কাছে যাননি। সেই ১৯৭৫ সাল থেকে প্রতি সপ্তাহে একগোছা ফুল রেখে আসতেন গ্যারির কবরের উপর। মৃত সন্তানের স্মৃতিতে বিলাপ করতেন। দৃশ্যটা হঠাৎ পালটে গেল গত মাসে। যখন গ্যারির কফিন খুলে বিশেষজ্ঞরা দেখলেন, সেখানে শিশুর খেলনা থেকে পোশাকের টুকরো সবই রয়েছে, নেই কেবল কোনও মানব শরীরের দেহাংশ!

স্কটল্যান্ডের এডিনবরার বাসিন্দা ৬৮ বছরের লিডিয়া রিড এখন দুই সন্তানের মা। সালটা ১৯৭৫। ২৬ বছরের রিড তখন ৩৪ সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা। হঠাৎ প্রসববেদনা ওঠায় তাঁকে ভর্তি করানো হয় স্থানীয় হাসপাতালে। দেরি না করে অস্ত্রোপচার করার সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকেরা। রিডকে বলা হয়, গ্যারির শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ। দিন কয়েক পরে রিডকে ছেড়ে দেওয়া হলেও গ্যারিকে রাখা হয় লাইফ সাপোর্ট সিস্টেমে। রিডের অভিযোগ, নিজের সন্তানকে ভালো করে দেখতে পর্যন্ত দেওয়া হয়নি তাঁকে। এর পরেই রিডকে হাসপাতালের তরফে জানানো হয়, গ্যারির শরীরের বেশির ভাগ অঙ্গই কোনও কাজ করছে না। রিড অনুমতি দিলে খুলে দেওয়া হবে লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম। ভগ্ন হৃদয়ে অনুমতি দেন রিড। এর পরেই শুরু হয় সেই রহস্যময় পর্ব। রিডের দাবি, গ্যারি ছিল ফরসা এবং তার মাথায় খুবই কম চুল ছিল। কিন্তু যে-শিশুকে কফিনে রাখা হয়, তার মাথা ভর্তি চুল ছিল। এমনকী সে ফর্সাও ছিল না তেমন। রিড প্রতিবাদ করেন। তাঁকে বোঝানো হয়, সন্তান হারানোর দুঃখে তিনি মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছেন। তাই ভুল দেখছেন। মেনে নেন রিড। নিজের হাতে বয়ে নিয়ে যান সন্তানের কফিন। তখনও কেমন যেন সন্দেহ হয়। কফিন এত হালকা কেন! তখনও তাঁকে বোঝানো হয় তাঁর মানসিক স্বাস্থ্যের কথা।

এর পর থেকে প্রতি সপ্তাহে মৃত সন্তানের সমাধিতে ফুল রেখে যান তিনি। ১৯৯৯ সালে সামনে আসে স্কটল্যান্ডে শিশু অঙ্গ পাচারের বিশাল এক চক্রের কথা। এদের সঙ্গে বেশ কিছু হাসপাতালের যোগসাজশের প্রমাণ মেলে। সন্দেহ হওয়ায় রিড এবং আরও একজন যোগাযোগ করেন হাসপাতালের সঙ্গে। সেখান থেকে তাঁদের জানানো হয়, তেমন কোনও ঘটনা তাঁদের শিশুদের সঙ্গে ঘটেনি। নিশ্চিত হতে পারেননি রিড। একের পর এক হাসপাতালের সঙ্গে পাচার চক্রের নাম জড়িয়ে পড়ায় রিড আবেদন করেন গ্যারির কফিন পরীক্ষার। অবশেষে সেই আবেদনে সাড়া দেয় আদালত। দিন কয়েক আগে কফিন তুলে পরীক্ষা করে হতবাক হয়ে যান রিড।

এখন প্রশ্ন, তবে কি গ্যারি জীবিত? উত্তর নেই কারও কাছে। রিডের মতো অসংখ্য মায়ের এখন প্রশ্ন, আদৌ কি তাঁদের সন্তানরা মারা গিয়েছিল? কী হয়েছিল তাদের সঙ্গে?

চাকরি থেকে বহিষ্কৃত হয়ে বড়াপাও বিক্রির পরিকল্পনা

লন্ডনে দুই ভারতীয় যুবকের আয় চার কোটি টাকা!

লন্ডনে চাকরি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন এক ভারতীয় যুবক। তিনি তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে বড়াপাওয়ের দোকান খোলার পরিকল্পনা নেন। শুনলে অবিশ্বাস্য লাগবে, বর্তমানে তাঁদের আয় চার কোটি টাকা!

ঘটনাটা হল, লন্ডনের একটি পাঁচতারা হোটেলে ফুড ও ব্রেভারেজের ম্যানেজার পদে কাজ করতেন সুজয় সোহানি। ২০১০ সালে হঠাৎই সকালে খবর আসে সেই কাজটি থেকে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

খবরটা শুনে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছিল সুজয়ের।

মাথা ঠান্ডা করে উপায় ভাবতে শুরু করেন। যোগাযোগ করেন বন্ধু সুবোধ জোশির সঙ্গে। পরিকল্পনা করেন একটি বড়াপাওয়ের রেস্তোরাঁ খুলবেন তাঁরা। অল্প কিছু সঞ্চয় সম্বল করেই শুরু করেন দোকান।

প্রথমে রাস্তার ধারেই দোকান খুলে বসেন তাঁরা। সেই দোকান এখন বড় রেস্তোরাঁয় পরিণত হয়েছে। একটা বা দু'টো নয়, লন্ডন জুড়ে সাত সাতটি বড়াপাও রেস্তোরাঁ খুলে ফেলেছেন তাঁরা। বছরে আয় প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা।

ভারতের মুম্বইয়ের ছোঁয়া রাখতে রেস্তোরাঁ সাজিয়েছেন বাণিজ্য নগরির একাধিক মডেল দিয়ে। যেখানে ইন্ডিয়া গেট থেকে দোতলা বাস সবই রয়েছে। সুজয় ও সুবোধ দু'জনেই মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা। সুজয় থানে আর সুবোধ ওয়াডলার বাসিন্দা।

১৯৯৯ সালের ব্যাচে মুম্বইয়ের বান্দ্রার রাজভি কলেজে পড়তে গিয়ে আলাপ হয় তাঁদের। দু'জনেই হোটেল ম্যানেজমেন্টের কোর্স করছিলেন। সেখানে পাস করার পর স্নাতকোত্তর হতে লন্ডনে আসেন তাঁরা। পড়াশোনা শেষে সেখানেই কাজ করছিলেন। সেখান থেকে এই বিশাল রেস্তোরাঁর মালিক। প্রথমে মাত্র দু'টো টেবিল পেতে শুরু হয়েছিল রেস্তোরাঁ। ছয় মাসের মধ্যে ব্যবসা ফুলে ফেঁপে ওঠে।

ফেসবুকে পাত্রীর সন্ধানে পোস্ট দিয়ে মিলল ৪,০০০ প্রস্তাব!

বিয়ের চেষ্টায় ব্যর্থ। তাই ফেসবুকে পাত্রী চেয়ে পোস্ট দিয়েছিলেন কেরলের এক ফোটোগ্রাফার। আশ্চর্যের বিষয়, সেখানেই মিলল চার হাজার প্রস্তাব! এই যুবকের নাম রঞ্জিস মাঞ্জেরি। তাঁর বয়স ৩৪। তিনি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, একটানা সাত বছর বিয়ে করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন তিনি। তাঁকে বিয়ে করানোর জন্য আত্মীয়দের কাছে ধরনাও দিয়েছেন বাবা-মা। কিন্তু কিছুতেই কাজ হচ্ছিল না। অনেক পাত্রী তাঁকে দেখতে এলেও তেমন অর্থসম্পন্ন নন বলে তাঁকে বিয়ে করতে চাননি। কিন্তু বিয়ে করার পণ নিয়েই তো মাঠে নেমেছেন মাঞ্জেরি, মাঝপথে এসে হাল ছেড়ে দিলে হবে?

গত ৩ আগস্ট মাঞ্জেরি ফেসবুকে লেখেন, 'আমার বিয়ে এখনও ঠিক হয়নি এবং আমি এখনও বিয়ের জন্য পাত্রী খুঁজছি। আপনাদের মধ্যে যদি পরিচিত কোনও পাত্রী থাকে, দয়া করে আমাকে জানাবেন। আমার বয়স ৩৪ বছর। পাত্রীকে আমার পছন্দ হতে হবে। আমার আর কোনও দাবি নেই। পেশা ফোটোগ্রাফার। ধর্ম হিন্দু। পাত্রী যেকোনো জাতের হতে পারেন, কোনও সমস্যা নেই।'

পোস্টটি আপলোড করার পর থেকে মাঞ্জেরির ফোন ব্যস্ত হয়ে উঠে, ফেসবুকের ইনবক্স ভর্তি হয়ে যায় মেসেজে!

ভাইরাল হয়ে যায় তাঁর ফেসবুক পোস্টটিও। প্রায় চার হাজার প্রস্তাব পেয়েছেন তিনি। প্রস্তাব এসেছে দুবাই, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা থেকেও। আবার অনেকে এ নিয়ে ফেসবুকে তাঁকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও করেছেন। কিন্তু সেগুলিকে পাত্তা দিতে চান না মাঞ্জেরি। বর্তমানে তিনি প্রস্তাবগুলি খতিয়ে দেখতেই ব্যস্ত।

এবার ঘাস ব্যবহার হবে স্মার্টফোন-ট্যাব-ল্যাপটপে!

সম্প্রতি পরিবেশ দূষণের প্রতি লক্ষ রেখে একদল জার্মান বিজ্ঞানী স্মার্টফোন-ট্যাব-ল্যাপটপে ঘাস ব্যবহারের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কীভাবে কাজ করবে সবুজ ঘাস?

তাঁরা জানিয়েছেন, স্মার্টফোন, ট্যাব বা ল্যাপটপের ভিতরে থাকা রেয়ার আর্থ উপাদানের কারণে পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। এই ক্ষতি রোধ করতে তাঁরা সবুজ ঘাস ব্যবহার করে রেয়ার আর্থের বিকল্প একটি ধাতু আবিষ্কারের কাজ করছেন। তাঁরা এ-কাজে অনেকটা সফলও হয়েছেন। কিন্তু এই গবেষণা চালানো ব্যয়বহুল।

বিজ্ঞানীরা ঘাস থেকে ধাতু তৈরি করতে রেড ক্যানারি নামে এক ধরনের ঘাস ব্যবহার করছেন। এটি দিয়ে এক মূল্যবান ধাতু তৈরির চেষ্টা করছেন। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, মাটি থেকে উদ্ভিদ রেয়ার আর্থের উপাদান শোষণ করে। তাই ক্যানারি ঘাস প্রক্রিয়া করে রেয়ার আর্থ পাওয়া সম্ভব।

বিজ্ঞানীরা ২০ কেজি গাছের মধ্যে প্রায় ১ গ্রাম রেয়ার আর্থের উপাদান খুঁজে পেয়েছেন। যদিও এই প্রক্রিয়া এখনও লাভজনক নয়। তাই বিজ্ঞানীরা এই ঘাসের ফলন বাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।